# নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

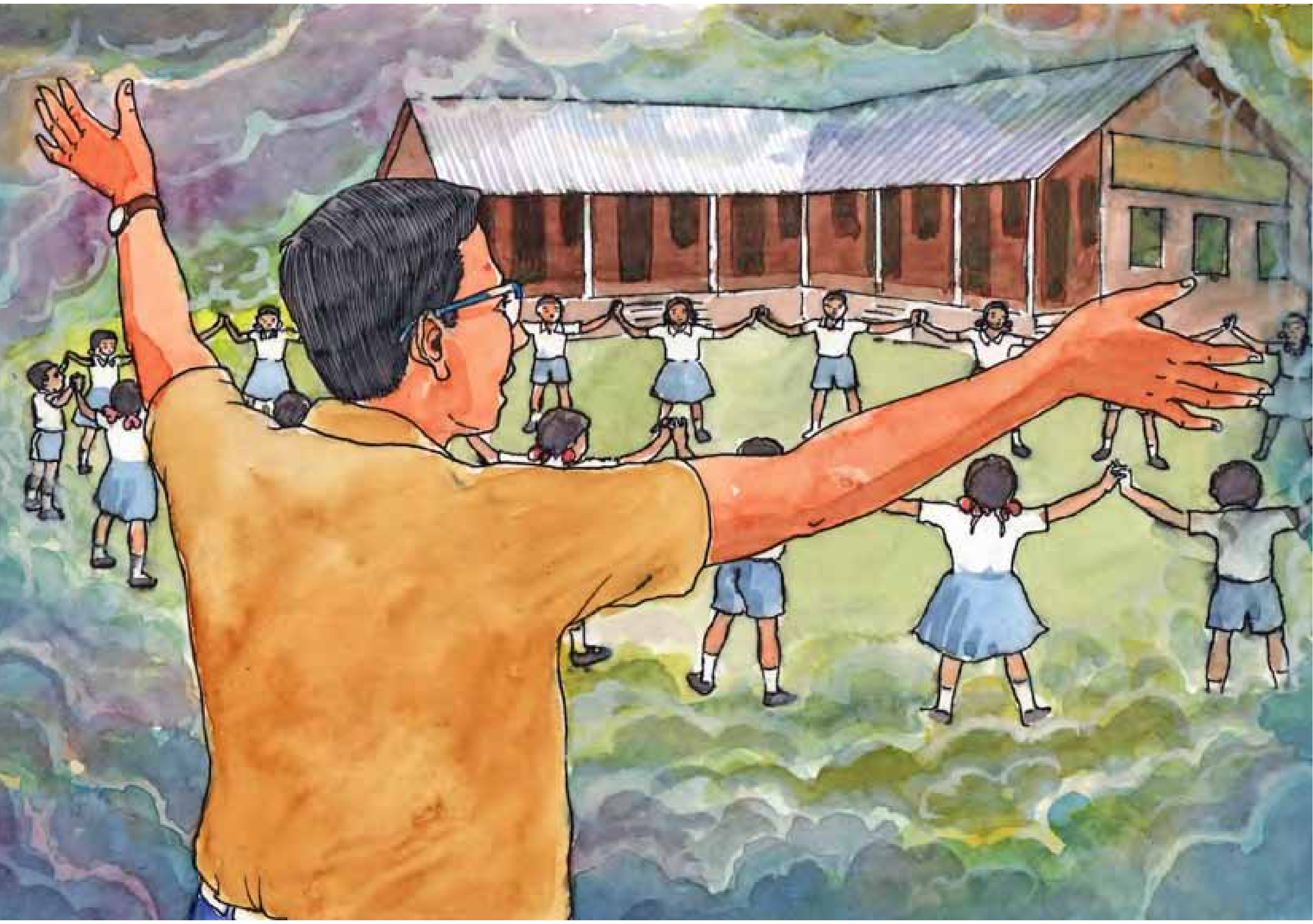

সংকলন ১১। ■ ডিসেম্বর ২০১৬

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১১ । ডিসেম্বর ২০১৬

## সম্পাদকীয়

# আগামীর স্বার্থে...

"গ্রামের ছেলে-মেয়েদের আপনি শুধু শিক্ষাই দেননি মাস্টারমশাই, মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন''- বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় এক শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে এই আঁকুতি মন্তব্য গ্রামেরই অতি সাধারণ এক মহিলার। কারণ অখ্যাত সেই গ্রামের প্রায় ভগ্নপ্রায় এক স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছা-ত্রী, গ্রামবাসী এমনকি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে শিক্ষার এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন ওই শিক্ষক। নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর নিজের আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে তিনি সকলকে বোঝাতে পেরেছিলেন জীবনে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য জীবন থেকেই স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা লাভ করা কতটা প্রয়োজন। কল্পনার ডানায় ভর করে যে শিক্ষকের গল্প এখানে বলা হল, আজ আরও বেশি করে তেমন শিক্ষকদের অপেক্ষায় রয়েছে আমাদের সমাজ। কারণ আজকের শিক্ষা বড়ই যেন শহরকেন্দ্রীক, পাঠ্যসূচি নির্ভর। এরফলে তা আজ এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে একথা নিশ্চিত, মাটির উপর যার বিস্তার হয়েছে বহুগুণ তবে মাটির নীচে তার বিস্তার বড়ই কম, সেভাবে অনুভূত হয় না শিঁকড়ের টান।

এই প্রেক্ষাপটেও আগামীর স্বার্থে যদি মেনে নেওয়া যায় যে, আদর্শ শিক্ষা মানে আলো, মুক্ত চেতনার মজবুত ভিত তবে আজকের এই অতি যান্ত্রিকতা, বিপনণ সর্বস্ব ও অসহিষ্ণুতার অস্থির সময়ে দাড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, তেমন শিক্ষার বীজ বপণ করবে কে, কে নেবে আগামীর দায়িত্ব? কে হবে মানুষ গড়ার আদর্শ কারিগর ? যার দেওয়া শিক্ষা হবে মুক্ত, আধুনিক তবে অতি যান্ত্রিকতা বা বিপনণ সর্বস্ব নয়, উদার ও সহিষ্ণু। যেখানে শিক্ষায় থাকবে না কোনও ভয়, দ্বিধা বা যন্ত্রণা, থাকবে শুধুই শেখার অনাবিল আনন্দ, নতুনকে জানার অসীম এক ক্ষুধা। বই পড়ার পাশাপাশি প্রকৃতির মাঝে থেকে ছোট ছোট শিশুরা জানবে তাদের চারপাশকে। হাতে-কলমের এই আদর্শ শিক্ষা হবে আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান নির্ভর। এমনই সব 'নিয়ম ভাঙার' বলিষ্ঠ এক ইচ্ছে ডানায় ভর করে, নবদিশার এই বিশেষ সংখ্যায় তাই আমাদের প্রয়াস, 'আদর্শ শিক্ষার আদর্শ শিক্ষক'।

# সৃজনপুরের সৃজনগাথা

শহর থেকে অনেক দূরে একটি অখ্যাত গ্রাম সৃজনপুর। পিছিয়ে পড়া গ্রাম হলেও নামটার মধ্যেই সৃষ্টির একটা ছবি ভেসে ওঠে।

প্রকৃতি যেন এই গ্রামটাকে অপরূপ শোভায় সাজিয়ে দিয়েছে।

এই গ্রামে একটি মাত্র জুনিয়র হাইস্কুল, প্রকৃতির মাঝে বড় বেমানান হয়ে কোনও রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। সদ্য এস. এস. সি. পাশ করে আদর্শবাবু এই গণ্ড গ্রামের স্কুলে প্রথম ঢুকেই চমকে উঠলেন – "একি এটা স্কুল না অন্য কিছু ?"

গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে আসার কোনও প্রয়োজনই বোধ করে না। কিছু ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিক ঘুরছে। মাস্টারমশাইরা নীরস পাঠদান করাতে করাতে ক্লান্ত হয়ে স্কুল বারান্দায় হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। স্কুলটা যেন প্রাণহীন মরা গাছের মতো কোনও রকমে টিকে আছে।

সৃজন পুর
জুনিয়ার হাই স্কুল
আদর্শবাবু চিন্তা করলেন, “আগে আমাকে অবস্থাটা বুঝতে হবে, এর কারণটা জানতে হবে।”

পরের দিন স্কুলে এসে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে করতে আদর্শবাবু বললেন, “গ্রামের ছেলেমেয়েদের জীবনটাকে শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে না রেখে গ্রামের বাস্তব জীবনযাপনের চাহিদার সঙ্গে মেলানো যায় না?”

হেডমাস্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন, “এভাবে কেন ভাবতে চাইছেন?”
আদর্শবাবু বললেন, “আমরা সিলেবাসের যে সব বিষয় নিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াই আপনার কি মনে হয় না, তার বেশির ভাগটাই শহরকেন্দ্রীক ?”

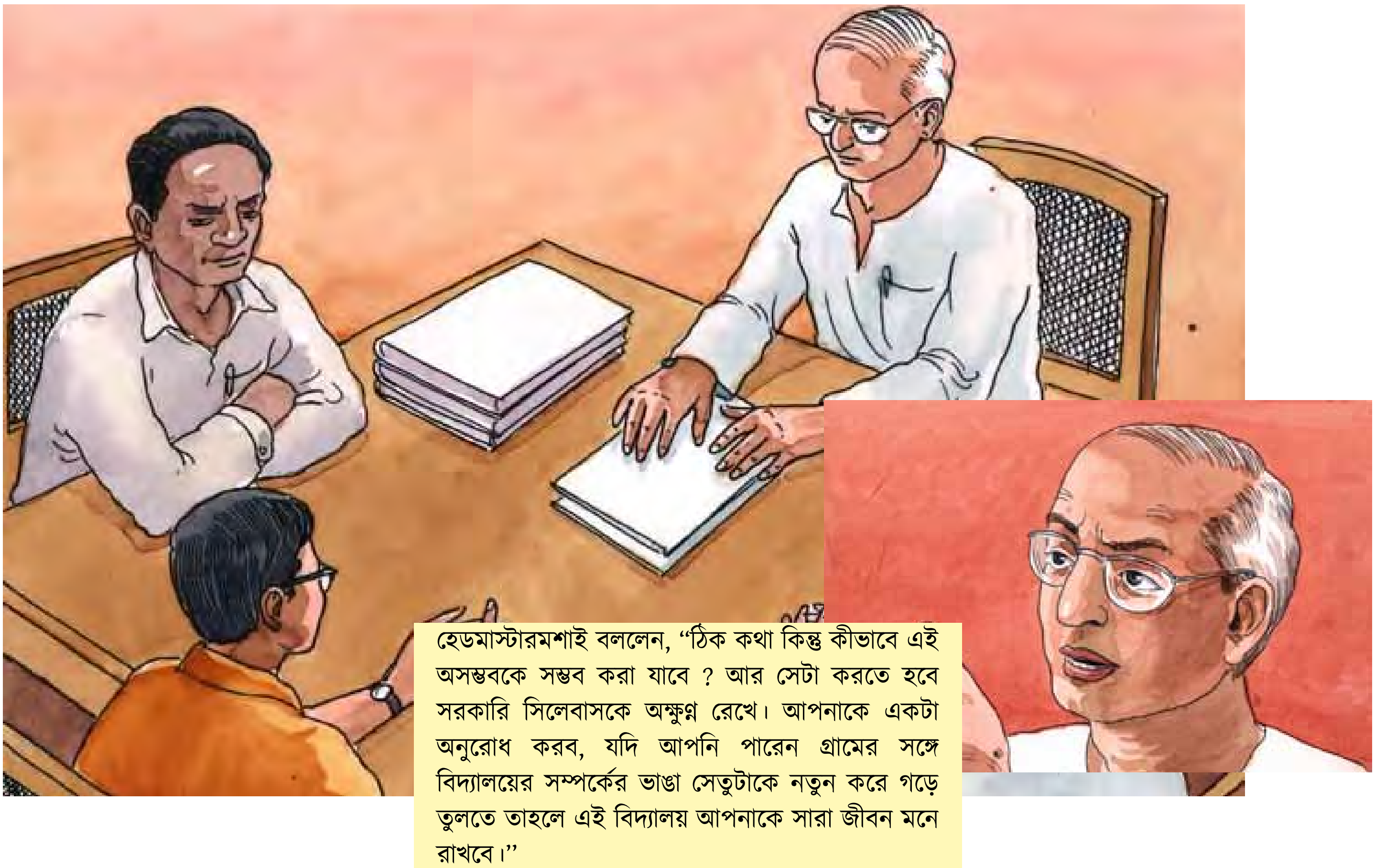
হেডমাস্টারমশাই বললেন, “ঠিক কথা কিন্তু কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে ? আর সেটা করতে হবে সরকারি সিলেবাসকে অক্ষুণ্ন রেখে। আপনাকে একটা অনুরোধ করব, যদি আপনি পারেন গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্কের ভাঙা সেতুটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে তাহলে এই বিদ্যালয় আপনাকে সারা জীবন মনে রাখবে।”

প্রকৃতির রূপ যেমন পালটায় তেমনি স্কুলটাও একটু একটু করে পালটাতে শুরু করল, এই তরুণ মাস্টারমশাইয়ের আগমনে।

অনেক স্বপ্ন, ভাবনা নিয়ে এই গণ্ড গ্রামের স্কুলটাকে বেছে নিয়েছেন।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালার মতো আদর্শবাবু তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রধান, কর্মচারী ও সমস্ত গ্রাম সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করলেন, যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কীভাবে গ্রামের প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে স্কুলের সিলেবাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

একদিন আদর্শবাবু স্কুল ছুটির পর গ্রামে ঘুরতে বেড়িয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের কিছু মানুষের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বললেন। গ্রামের হতশ্রী চেহারা দেখে বড়ই মর্মাহত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, "এই যদি গ্রামের চেহারা হয় তাহলে স্কুলের এই অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক।"

গ্রামে ঘুরে আদর্শবাবুর মনে হল, গ্রামের মানুষের সঙ্গে বসে স্কুলে গ্রামীণ উপযোগী শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার।

সেইমতো দিনও ঠিক করে আলোচনা সভা করলেন। পরিবার এবং গ্রামবাসীদের কী দায়িত্ব বিস্তৃতভাবে বললেন। যারা মিটিং-এ ছিলেন তারা স্কুলের জন্য সবরকমের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। যারা মিটিং-এ এলেন না তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন স্কুলে এসে চড়াও হলেন। আদর্শবাবুকে বললেন, “শুনলাম আপনি নাকি হাতে-কলমে কী সব শেখাবেন ? তাহলে কি আমাদের ছেলেমেয়েরা চিরকাল চাষা হয়েই থাকবে ?”

আদর্শবাবু ভয় না পেয়ে তাদের কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, “আসলে সব বাবা মায়েরা আশা করেন, স্কুলে পড়াশোনা করে তাদের ছেলেমেয়েরা শহরে চাকরি করতে যাবে, বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। আপনারা মনে রাখবেন, সবাই চাকরি পাবে না। যারা চাকরি পেল না তাদের কী হবে? আবার গ্রামে জীবনধারণের জন্য যে ধরনের দক্ষতা লাগে, সেটাও শিখল না। তাহলে উপায়, বেকার জীবনের বোঝা বয়ে চলা।”

“আবার অন্যদিকটাও দেখুন, শহরে যারা চাকরি পাবে তাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে। অবশেষে গ্রামের শিঁকড়ের টান আর অনুভবই করবে না। গ্রামের মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে যাবে।”

আদর্শবাবুর কথা শুনে তাদের ভুল ভাঙল। তারা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, “এই স্কুলের জন্য আমরা যদি কোনও সাহায্য করতে পারি তাহলে আমাদেরই মঙ্গল, তার সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদেরই মঙ্গল হবে – এই সার কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি।”

নানা ঝড়ঝাপটা সামলে আদর্শবাবুর স্বপ্ন একটু একটু করে বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল। গ্রামেরই একজন লোকশিল্পী নলিনী খুড়ো স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্থানীয় সংস্কৃতি, নৃত্য-গীত শেখাতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দ সহকারে কাজ শিখতে লাগল।

একদিন আদর্শবাবু সব ছাত্রছাত্রীদের ডাকলেন। সবাই হৈ হৈ করে এসে স্কুলের মাঠে জড়ো হল। আদর্শবাবু লক্ষ্য করলেন, ছেলেমেয়েদের চোখ-মুখে এক অনাবিল আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছে।

"আজ তোমাদের নতুন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে পরিচয় করাবো।" ছাত্রছাত্রীরা অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, "খুব ভাল, খুব ভাল, খুব মজা হবে"। অবশেষে ওই গ্রামের এক অভিজ্ঞ কৃষক এগিয়ে এলেন। আদর্শবাবু বললেন, "উনি তোমাদের কৃষিকাজের মাস্টারমশাই, তোমাদের উনি চাষবাসের কাজ শেখাবেন।"

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একজন বলল, " মাস্টারমশাই! উনি তো আমাদের গ্রামের তারিণী জেঠু, আমাদের নদীর ধারে পাশের মাঠটায় চাষ করেন"। তারিণী জেঠু বলল, "ঠিক বলেছ, তোমরা তো সব সময় আমার মাঠের পাশ দিয়েই স্কুলে আসো।" ছাত্রছাত্রীরা হৈ হৈ করে বলে উঠল, "আজকে তুমি আমাদের মাস্টারমশাই।"

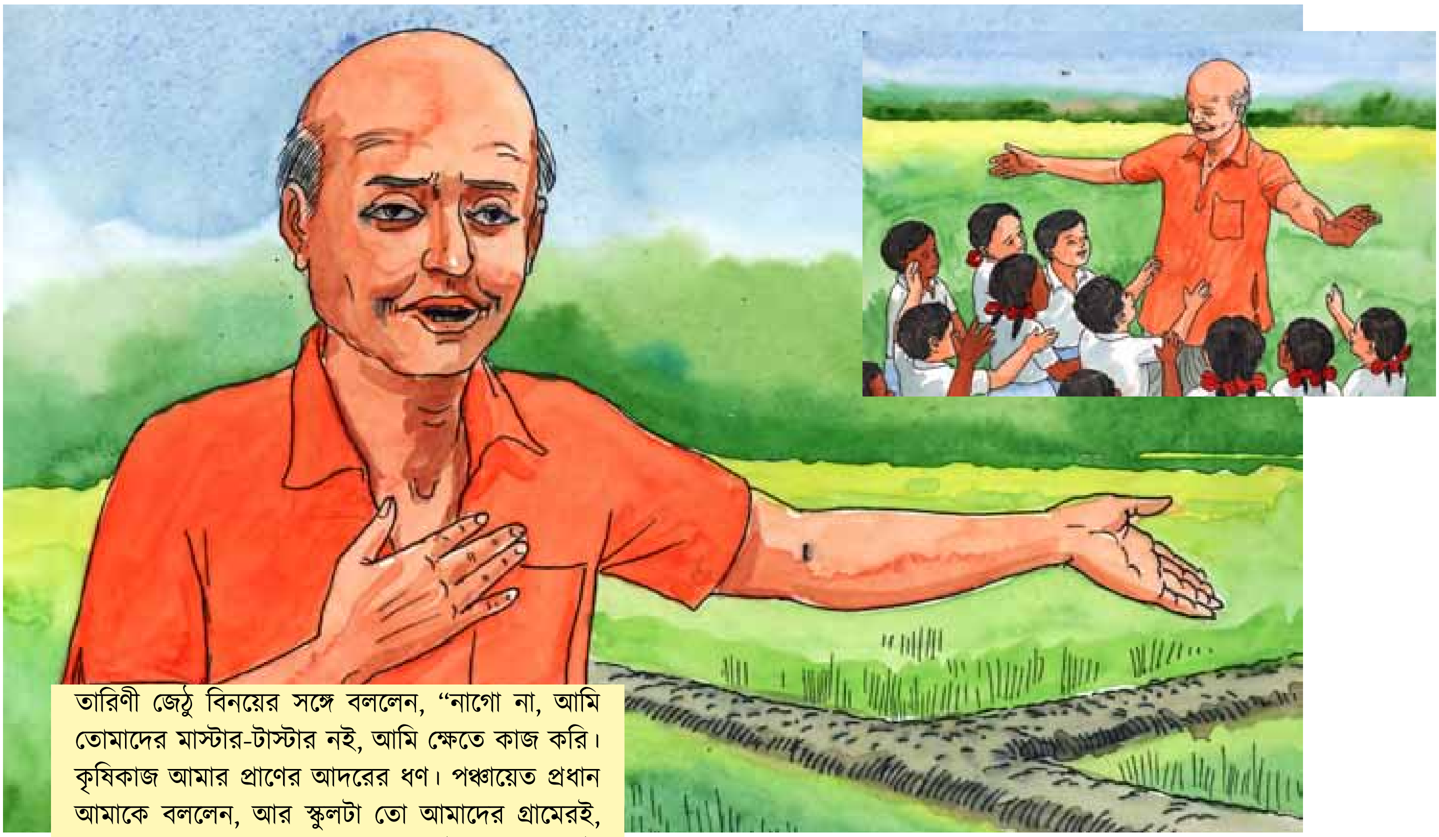

তারিণী জেঠু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, “নাগো না, আমি তোমাদের মাস্টার-টাস্টার নই, আমি ক্ষেতে কাজ করি। কৃষিকাজ আমার প্রাণের আদরের ধণ। পঞ্চায়েত প্রধান আমাকে বললেন, আর স্কুলটা তো আমাদের গ্রামেরই, ওখানে তো আমাদের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, তাই আসলাম।”

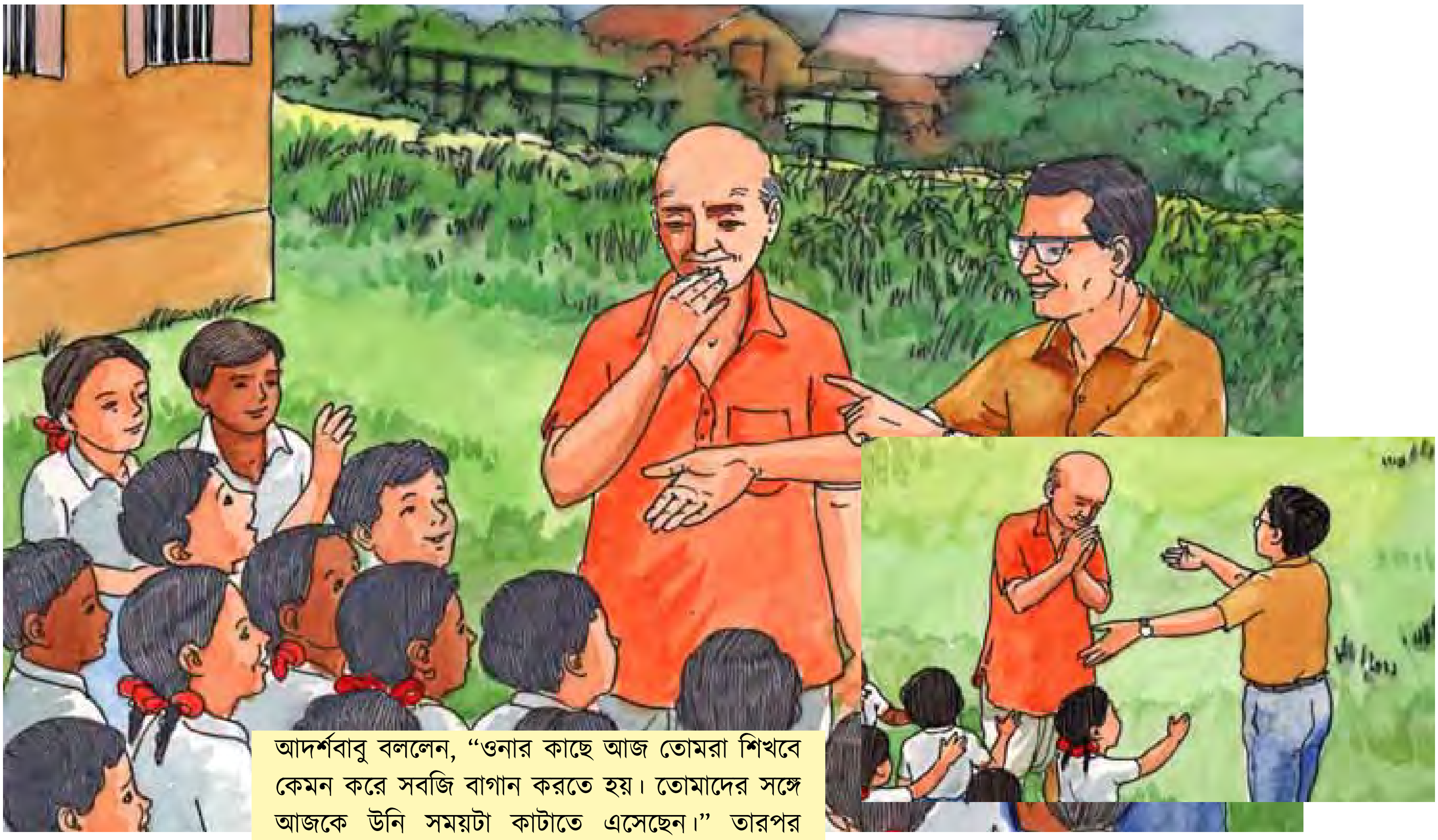

আদর্শবাবু বললেন, “ওনার কাছে আজ তোমরা শিখবে কেমন করে সবজি বাগান করতে হয়। তোমাদের সঙ্গে আজকে উনি সময়টা কাটাতে এসেছেন।” তারপর কৃষিকাজের মাস্টারমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, “এবার তাহলে আপনি আপনার কাজ শুরু করে দিন।”

তারিণী জেঠু স্কুল প্রাঙ্গণের একটা কোণে, একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। তারিণী জেঠু ছেলেমেয়েদের বোঝালেন, সবজি বাগান করতে গেলে কীভাবে জমি তৈরি করতে হয়। “আমি করছি, তোমরা দেখ।”

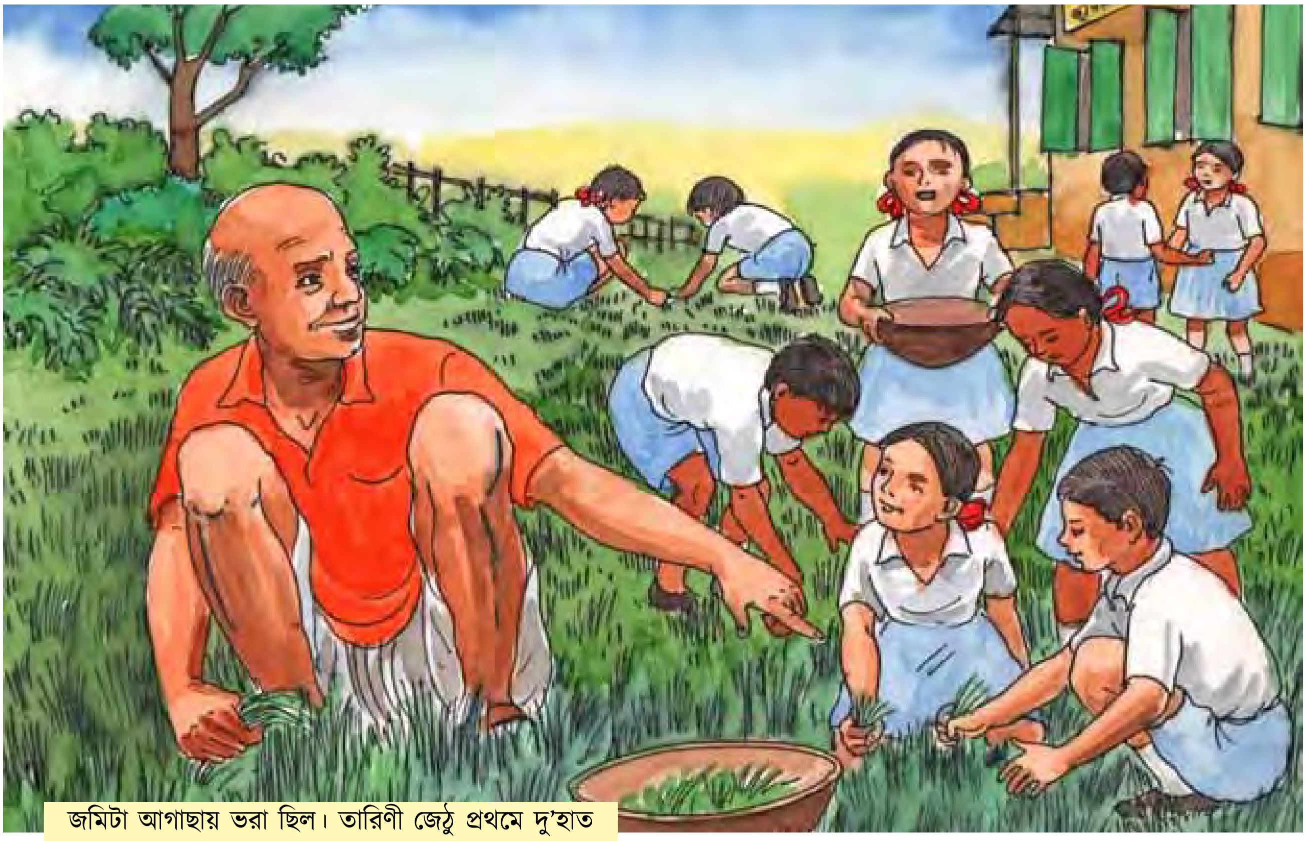

জমিটা আগাছায় ভরা ছিল। তারিণী জেঠু প্রথমে দু’হাত দিয়ে আগাছাগুলো তুলে ফেলে দিতে থাকলেন। ওনার দেখাদেখি ছাত্রছাত্রীরাও আগাছা তুলতে লাগল।

তারপর তিনি কোদাল নিয়ে মাটি কোপাতে লাগলেন।

ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করছে দেখে এগিয়ে এলেন হেডমাস্টারমশাই ও আদর্শবাবু।

হেডমাস্টারমশাই ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে খুশি হয়ে আদর্শবাবুকে বললেন, “আপনি ঠিক বলেছিলেন, বাচ্চাদের হাতে-কলমে কিছু শেখালে ওরা খুব আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে।”

পঞ্চায়েত
প্রদত্ত
বীজ
কৃষিকাজের মাস্টারমশাইয়ের সাহায্যে পঞ্চায়েতের দেওয়া ফসলের বীজ লাগাতে লাগাতে ছেলেমেয়েরা সব ঘেমে চুপচুপে হয়ে গেল।

এই কাজের মধ্যে এতো ওরা আনন্দ পেল, সেদিন থেকে কৃষক তারিণী জেঠু ছেলেমেয়েদের কাছে অন্য মানুষ হয়ে গেল। দূর থেকে ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠত – "ওই যে আমাদের তারিণী জেঠু কৃষিকাজের মাস্টারমশাই।"

আদর্শবাবুর উদ্যোগে জরাজীর্ণ স্কুলটা হয়ে উঠল ছেলেমেয়েদের কাছে এক স্বর্গ।

নিজেদের হাতে লাগানো বীজের গাছ হয়ে ওঠা, প্রকৃতির এই বিস্ময় ছেলেমেয়েরা বেশ অনুভব করতে পারল।

প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ সবজি বাগানটার কতদূর কী হল, এসে হেডমাস্টারমশাই ও আদর্শবাবুকে খবর দিতে থাকল।

গ্রামের মানুষেরাও দেখভাল করতে লাগল। বাগানের কোনও সমস্যা হলে তারিণী জেঠুকে ডেকে আনত।

রবিবার দিন স্কুল বন্ধ থাকলেও বাচ্চারা স্কুলে বাগান দেখতে ছুটে আসতে লাগল।

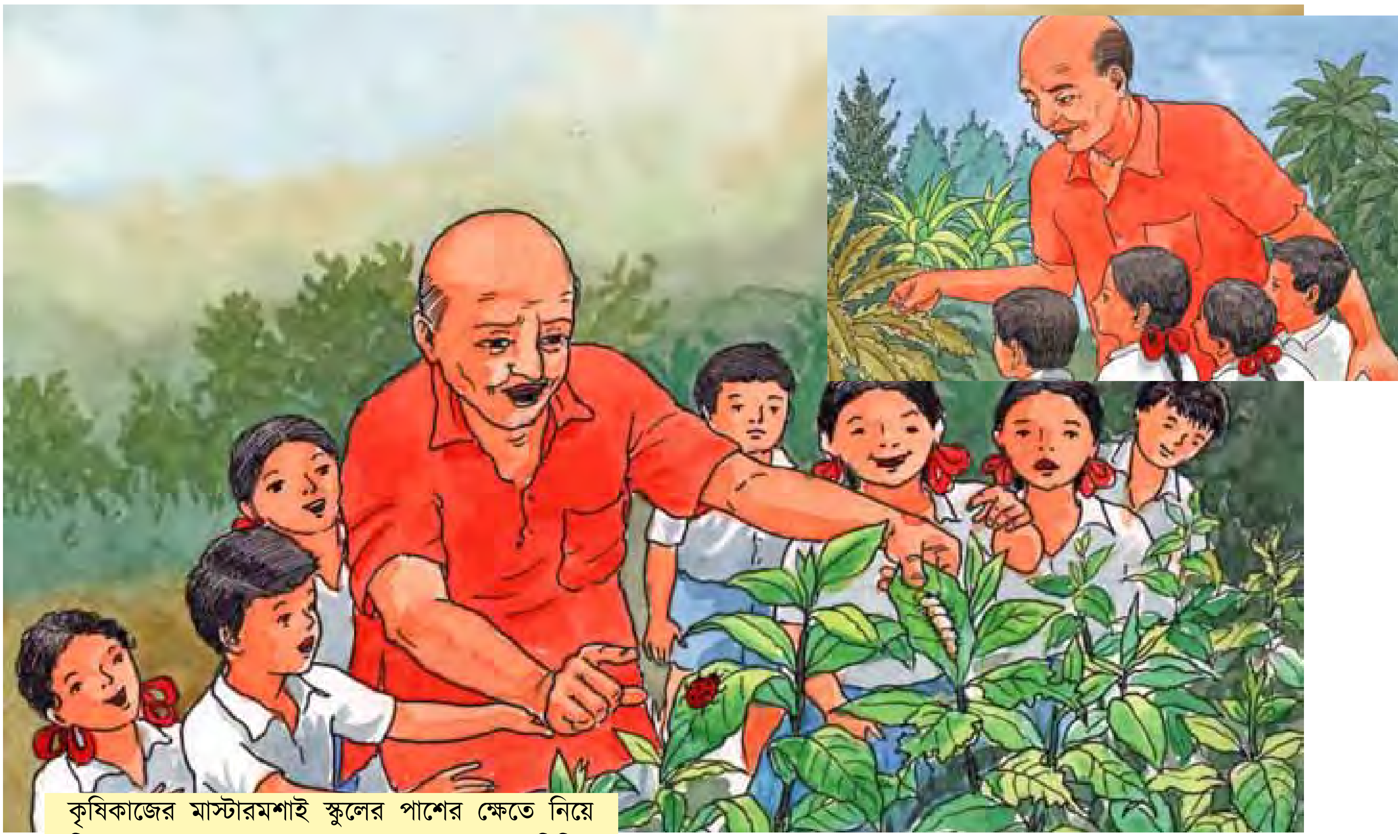

কৃষিকাজের মাস্টারমশাই স্কুলের পাশের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের চেনাতে শুরু করলেন, বিভিন্ন ফসলের উপকারী অপকারী পোকামাঁকড়।

গ্রামে যে সমস্ত ফল গাছ, আসবাবী গাছ, ঔষধি গাছ আছে সেইগুলোকে গ্রামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেনাতে শুরু করলেন। ছেলেমেয়েরা অনেক গাছ চিনতে শিখল।

হঠাৎ একদিন স্কুলে এসে হাজির এক গ্রামবাসী। তিনি আদর্শবাবুকে বললেন, “আমাকে একটিবার সুযোগ দেবেন? আমি শোলা ও বাঁশ দিয়ে নানা রকম জিনিস বানাতে পারি। কয়েক বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, আমি স্কুলের আগামী প্রজন্মের হাতে সেই জ্ঞান তুলে দিতে চাই।”

আদর্শবাবু ওই গ্রামবাসীকে বললেন, “এটা তো আপনাদের স্কুল, আপনাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে, তাই এতে অনুমতির কী আছে ? আপনি কাজ শুরু করে দিন।”

আদর্শবাবুর মাথায় একটা নতুন ভাবনা কয়েকদিন ধরে ঘুর ঘুর করছিল। সেই মতো তিনি মাতা-শিক্ষক কমিটির মিটিং-এ বললেন, “আমরা সবাই বাইরে থেকে আসি আর যারা নিজেরাই এগিয়ে এসেছে তারা তো গ্রামেরই লোক, তাই তাদের সুবিধে হবে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জোগাড় করা। তাহলে কাজটা আরও সহজ হবে, আরও স্থায়ী হবে। ছাত্রছাত্রীরাও নানা ধরনের জিনিস শিখতে পারবে।” সবাই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো।

শুরু হল নতুন অধ্যায়। আজকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে গাছের নার্সারীর জন্য প্যাকেটে মাটি ভরছে। ওদের কাজ দেখতে আজ পঞ্চায়েত প্রধান এসেছেন উৎসাহ দিতে।

দেখতে দেখতে ছেলেমেয়েদের পরম মমতা ও যত্নে প্রকৃতির নিয়মে নার্সারীর গাছগুলো বেড়ে উঠেছে।

ছেলেমেয়েরাও নার্সারী থেকে গাছগুলো নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণের চারিধারে লাগাচ্ছে। আবার কেউ কেউ বাড়িতেও নিয়ে যাচ্ছে লাগানোর জন্য।

ধীরে ধীরে আদর্শবাবুর উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার করে শিক্ষামূলক ছবি দেখানো শুরু হল। যেদিন দেখানো হয় সেদিন ছেলেমেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। ছবি দেখতে দেখতে ওরা শিখল পুষ্টি, স্বাস্থ্য, ব্যবহারিক পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি নানা দিকগুলি।

আজ ছেলেমেয়েরা স্কুল খোলার অনেক আগে নতুন জামা-কাপড় পড়ে স্কুলে এসেছে। আদর্শবাবু এবং পঞ্চায়েত প্রধান ওদের নিয়ে যাবে গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্থানে ভ্রমণ করাতে। এতদিন গ্রামের দাদুদের মুখে শুনে এসেছে সেখানকার কথা, আজ চাক্ষুস তারা দেখবে দুটো নদী যেখানে মিশেছে আর সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ।

দুটি নদীর মিলনস্থল এবং সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ অতি উতসাহে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর আদর্শবাবু ও প্রধান সাহেবকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। এই ভ্রমণ ওদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সঞ্চার করেছিল।

এদিকে আদর্শবাবুর আদর্শ স্কুলকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা শোরগোল পড়ে গেল। পঞ্চায়েত প্রধান ওই গ্রামের যতগুলো প্রাথমিক স্কুল ও এম. এস. কে. আছে তাদের সব মাস্টারমশাইদের নিয়ে পঞ্চায়েতে মিটিং ডাকলেন, যাতে ওইসব স্কুল প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সংযোজন ঘটাতে পারে। আদর্শবাবুর স্কুলের উদাহরণ টেনে তিনি আলোচনা করলেন। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি সব ধরনের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।

দেখতে দেখতে আদর্শবাবুর দেখানো নতুন দিশার পথকে অনুসরণ করে পঞ্চায়েত এলাকার অন্যান্য গ্রামের স্কুলেও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই ঢেউ আছড়ে পড়ল। এই পথে সামিল হল, সৃজনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসী। জীবনের জন্য শিক্ষার এক নজির গড়ে তুলল গ্রাম পঞ্চায়েত, স্কুল ও গ্রামবাসীরা।

এইভাবে চলতে চলতে সৃজনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা তাদের অঞ্চলের সব স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৃজন মেলা করবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হয়ে গেল মেলার মহড়া, চলল কয়েক মাস ধরে, সমস্ত স্কুলজুড়ে। কেউ নাচ করবে, কেউ গান করবে, কেউ আবার নাটক, ছবি আঁকবে। স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে রচনার প্রতিযোগিতাও হবে। পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের হাতে-কলমে তৈরি করা স্কুল বাগানের বিভিন্ন সবজি, বিভিন্ন হাতের কাজ শোভাবর্ধন করবে মেলায়।

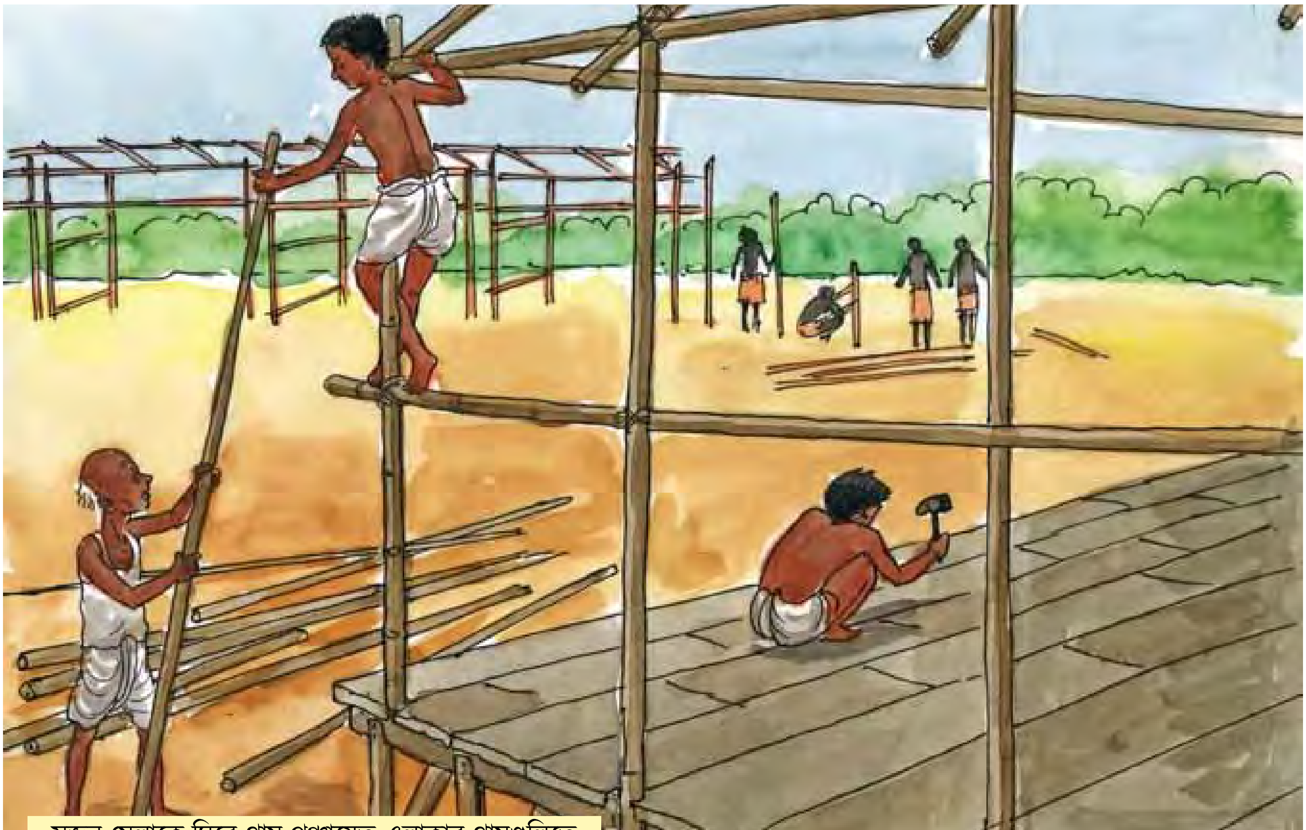

সৃজন মেলাকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামগুলিতে উৎসবের চেহারা নিল। মঞ্চ বাঁধা হল পঞ্চায়েতের মাঠে।

যথারীতি দুপুর দু'টোয় আদর্শবাবুর স্কুলের ছেলেমেয়েদের দ্বারা সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মেলার অনুষ্ঠান শুরু হল। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরিবেশিত নাচ, গান, নাটক আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

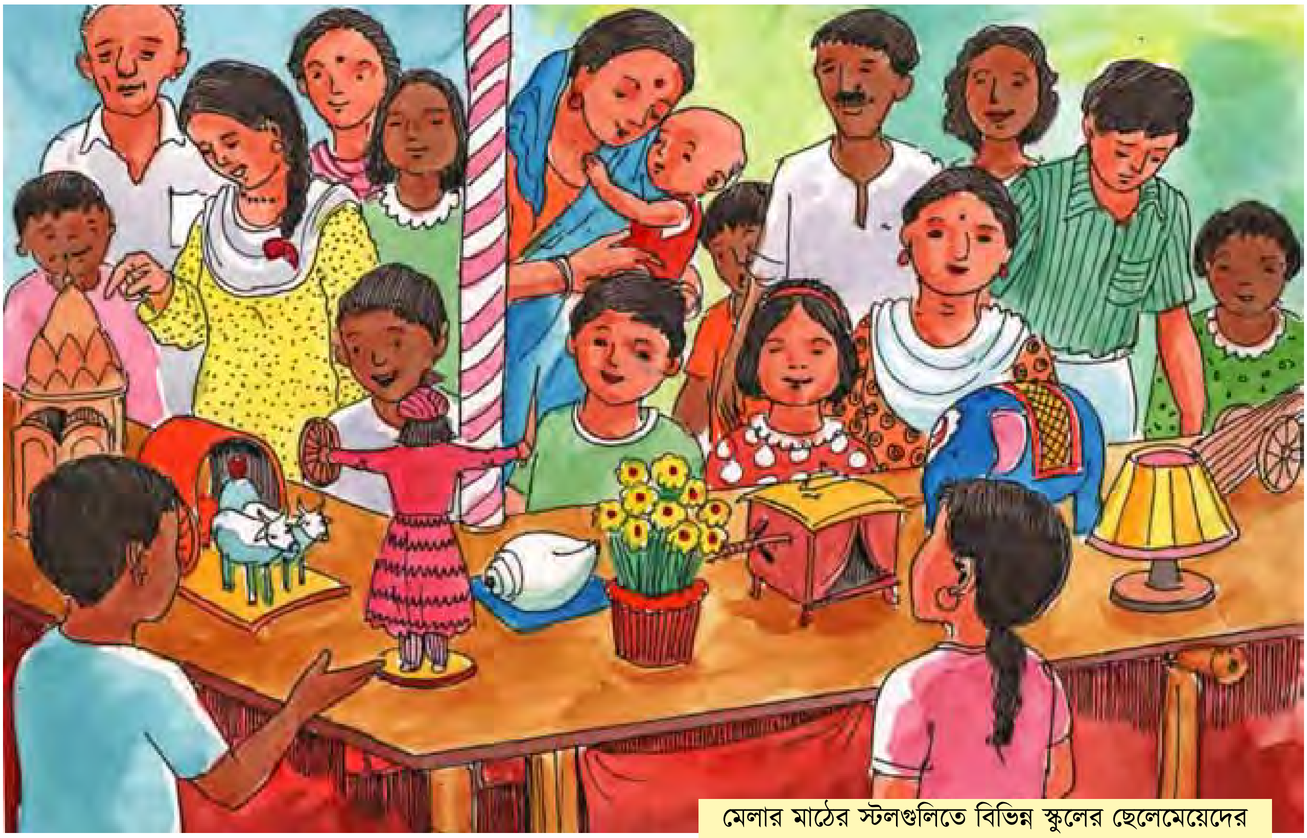

মেলার মাঠের স্টলগুলিতে বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ করা নানা ধরনের জিনিসকে ঘিরে মানুষের ঢল নামল।

সৃষ্টির এই আনন্দ যজ্ঞে যিনি প্রধান সেনাপতি সেই আদর্শবাবু কিছু কথা বলার জন্য মঞ্চে উঠলেন। করতালির ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

এতো আনন্দের মধ্যেও একটা বিষাদের সুর অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে গুণগুনিয়ে উঠল। কারণ তিনি অন্য স্কুলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। অন্য জেলায় তাঁর বদলির অর্ডার এসে গেছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দিতে উঠল প্রধান।

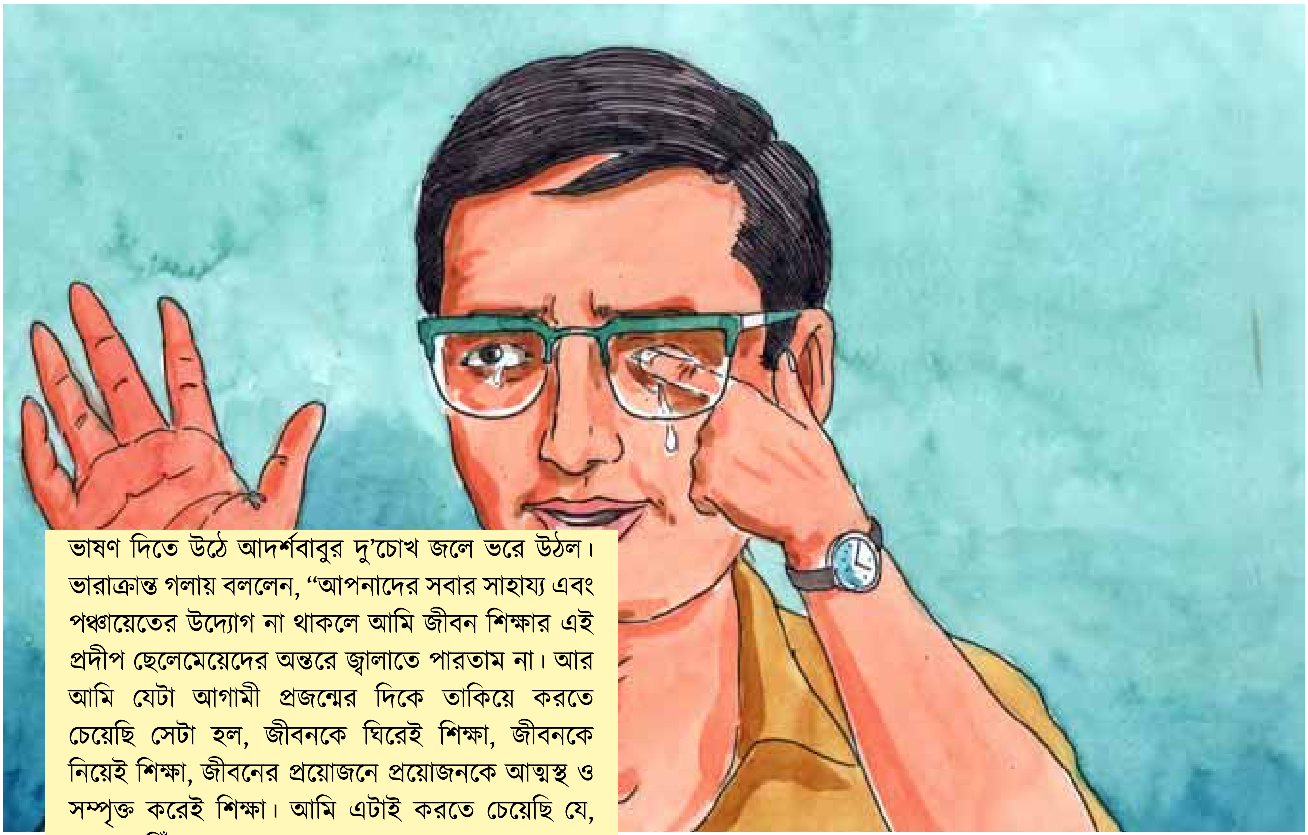

ভাষণ দিতে উঠে আদর্শবাবুর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, "আপনাদের সবার সাহায্য এবং পঞ্চায়েতের উদ্যোগ না থাকলে আমি জীবন শিক্ষার এই প্রদীপ ছেলেমেয়েদের অন্তরে জ্বালাতে পারতাম না। আর আমি যেটা আগামী প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে করতে চেয়েছি সেটা হল, জীবনকে ঘিরেই শিক্ষা, জীবনকে নিয়েই শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনে প্রয়োজনকে আত্মস্থ ও সম্পৃক্ত করেই শিক্ষা। আমি এটাই করতে চেয়েছি যে, গ্রামের শিঁকড়ের সঙ্গে যেন অন্তরের যোগসাধন গড়ে ওঠে।"

আদর্শবাবুর কথা শেষ হলে, হাততালি পড়ল। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুকণায় বাতাস হয়ে উঠল বিষাদময়। তারপর স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা এসে আদর্শবাবুকে ঘিরে নাচতে লেগে গেল। আর গাইতে লাগল, " যেতে নাহি দিব।"

এদিকে এমন সময় এক মহিলা মাস্টারমশাইয়ের বিদায় সম্বর্ধনার কথা শুনে ছুটে এসেছেন। হাজির হয়েছেন বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। মাস্টারমশাইকে ভুলতে পারে না সে। মঞ্চে উঠে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে নমস্কার করে বলল, “গ্রামের ছেলেমেয়েদের আপনি শুধু শিক্ষাই দেননি, মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন, গ্রামবাসীদের মনেও স্বপ্নের বীজ বপণ করেছেন। আপনাকে কী করে ভুলব” – বলে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মাস্টারমশাই মহিলাকে বললেন, “আপনাদের ও ছেলেমেয়েদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা থেকে বলতে হয়, সেখানেই মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় যেখানে সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে হয়”। এই কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশা

## নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য  অবদানের দিশারী হবে।

## নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯